আন্তর্জাতিক শিক্ষা দিবস, ২৪ জানুয়ারি ২০২১, উপলক্ষে সিসিএনএফ'র সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ক্ষতিগ্রস্ত স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থীদের পুনর্বাসনে বিশেষ নজর দিতে হবে

টেকসই প্রত্যাবর্তনকে উৎসাহিত করতে রোহিঙ্গাদের জন্য মায়ানমার পাঠ্যক্রমে শিক্ষা প্রদান আবশ্যক

কক্সবাজার, ২৪ জানুয়ারি, ২০২১। শান্তি ও উন্নয়নে শিক্ষার গুরুত্বকে তুলে ধরার লক্ষ্যে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ২৪ জানুয়ারিকে আন্তর্জাতিক শিক্ষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে। ২০২১ সালে বিশ্বব্যাপী তৃতীয়বারের মতো দিবসটি পালিত হচ্ছে কোভিড ১৯ দ্বারা আক্রান্ত শিক্ষা ব্যবস্থাকে উপজীব্য করে। কোভিড মহামারীর ফলে স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে ১৯০ টিরও বেশি দেশে ১০৬ কোটি শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই ধরনের একটি প্রেক্ষাপটেই এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে Recover and Revitalize Education for the COVID-19 Generation. প্রতিপাদ্যটির সহজ বাংলা ভাবানুবাদ হিসেবে আমরা গ্রহণ করেছি: কোভিড মহামারী ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষার্থীদের জন্য চাই পুনরুজ্জীবিত শিক্ষা। দিবসটি উপলক্ষে কক্সবাজার সিএসও-এনজিও ফোরাম (সিসিএনএফ) রোহিঙ্গাদের শিক্ষার বিষয়ে নিম্নোক্ত সুপারিশ তুলে ধরছে। উল্লেখ্য যে, কক্সবাজারে উন্নয়ন ও মানবাধিকার বিকাশে সক্রিয় ৫০টি স্থানীয় এনজিও ও সুশীল সমাজ সংগঠনের নেটওয়ার্ক এই সিসিএনএফ। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ২০১৭ সালে, বিস্তারিত জানা যাবে সংস্থাটির ওয়েবসাইট http://www.cxb-cso-ngo.org থেকে।

স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ কর্মসূচি প্রয়োজন:

২০১৭ সালে নতুন করে রোহিঙ্গাদের আগমন শুরু হলে প্রাথমিকভাবে কয়েকটি স্কুলকে সেনা সদস্যদের অস্থায়ী ব্যারাক হিসেবে ব্যবহার করা হয়, অন্যদিকে অনেক রোহিঙ্গাও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভবনে আশ্রয় নেয়। এতে করে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কয়েকদিন শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ রাখে। মানুষের আনাগোনা বেড়ে যাওয়ায় এবং ত্রাণ কর্মসূচিতে ব্যবহৃত যানবাহনের ব্যাপক ভীড়ের কারণে অনেক শিক্ষার্থী স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। ২০১৮ সালের একটি গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা গেছে, প্রায় ১৫ শতাংশ স্কুল ছাত্র, এবং ২৫ শতাংশ ছাত্রী নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত হওয়া বন্ধ করে দেয়। অনেক কলেজ ছাত্রই আবার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত-অনিয়মিত চাকরি নিয়ে নেয়। অনেক শিক্ষক অধিকতর আয়ের সুযোগ পেয়ে ত্রাণ কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরিতে যোগদান করেন। একটি বিদ্যালয়ের ১০জন শিক্ষকের মধ্যে ৭জনই শিক্ষকতা ছেড়ে অন্য চাকরিতে যোগ দেন। এসব কারণে স্থানীয়দের শিক্ষা ক্ষেত্রে মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রোহিঙ্গা কর্মসূচিতে শিক্ষা এখনো তুলনামূলকভাবে অনেক কম গুরুত্ব পাচ্ছে। ত্রাণ কর্মসূচির মাত্র ২.৬% বরাদ্দ হয়েছে শিক্ষা খাতে।

মায়ানমার পাঠ্যক্রম অনুযায়ী শিক্ষা প্রদান প্রয়োজন

এবছর বিশ্বব্যাপী যখন আন্তর্জাতিক শিক্ষা দিবস পালিত হচ্ছে ঠিক সেসময়ই প্রায় বিশ্বজুড়ে ৪০ লাখ শরণার্থী শিশু-কিশোর শিক্ষা সুবিধা থেকে বঞ্চিত। মিয়ানমার সেনাবাহিনীর অত্যাচার থেকে বাঁচতে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া প্রায় ১০ লাখ রোহিঙ্গার মধ্যে প্রায় ৫৪%, বা প্রায় ৫ লাখ শিশু। বাংলাদেশ সরকার এবং বিভিন্ন সংস্থার উদ্যোগে ৬-১৪ বছর বয়সী শিশুদেরকে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। কিন্তু ১৫-২৪ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরী এবং যুবক-যুবতীদের ৮৩% এরই শিক্ষামূলক কার্যকলাপের সঙ্গে কোনও সম্পৃক্ততা নেই।

বর্তমানে রোহিঙ্গা শিবিরগুলোর প্রায় ৬ হাজার শিক্ষা কেন্দ্রে ৩ লাখেরও বেশি শিশু-কিশোরের জন্য লেভেল ১-৪ পর্যন্ত বিশেষ পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে শিক্ষা কর্মসূচি পরিচালনা করা হচ্ছে। রোহিঙ্গা শিশুদের ৪৯% বিভিন্ন শিক্ষা কর্মসূচির সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং তাদের ৭০% এনজিও পরিচালিত বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্র, ১৪% হাফেজি শিক্ষা কেন্দ্র, ১২% ব্যক্তিগত শিক্ষক এবং ৪% ঘরেই শিক্ষা নিচ্ছে।

১৫ বছর বেশি বয়সীদের শিক্ষার সুযোগ না থাকা এবং মায়ানমার পাঠ্যক্রমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা না থাকায় শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকদের মধ্যে এক ধরনের হতাশা কাজ করছে। রোহিঙ্গারা নিজের দেশে ফিরে যেতে চায়, শিক্ষার্থীদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার আগ্রহও যথেষ্ট। কিন্তু গত ৩ বছরের বেশি সময় ধরে শিক্ষার্থীরা তাদের নিয়মিত পড়াশোনা থেকে বিচ্ছিন্ন। ফিরে গেলে তাদের শিক্ষা জীবন একটি অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে যাবে বলেই তাদের আশংকা।

আমাদের সুনির্দিষ্ট সুপারিশসমূহ:

১. **স্থানীয় শিক্ষার জন্য সমন্বিত উদ্যাগ প্রয়োজন:** স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থীদের সমস্যা কাটিয়ে উঠতে স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অবকাঠামোগত উন্নয়ন, দক্ষ ও প্রশিক্ষিত শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিত করা এবং শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ প্রণোদনা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্টদের এগিয়ে আসতে হবে।

২. **মায়ানমার পাঠ্যক্রমে শিক্ষা কার্যক্রম দ্রুত চালু করতে হবে:** বাংলাদেশ সরকার গত বছর পরীক্ষামূলক ১০ হাজার রোহিঙ্গা শিশুর জন্য মায়ানমার পাঠ্যক্রমে পাঠদানের বিষয়টি অনুমোদন করেছিলো। কিন্তু কোভিড ১৯ কারণে সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে জটিলতা তৈরি হয়। আমরা সেই কর্মসূচি যত দ্রুত সম্ভব পূর্ণোদ্যমে চালু করার জোর সুপারিশ করি।

৩. **প্রয়োজন কূটনৈতিক তৎপরতা: দায়িত্ব নিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কেও:** মায়ানমার পাঠ্যক্রমে শিক্ষা চালু করার বেশ কিছু জটিলতাও আছে। গৃহীত পাঠ্যক্রম মায়ানমার সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হতে হবে। এখানে প্রদত্ত শিক্ষা যদি মায়ানমারে গৃহীত না হয়, তবে সেটা হবে প্রায় অর্থহীন। এখানে দেওয়া শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতিও আবশ্যক। তাই, রোহিঙ্গাদের জন্য গৃহীত পাঠ্যক্রম এবং এই শিক্ষা কার্যক্রমকে মায়ানমার সরকার কর্তৃক স্বীকৃত করার জন্য কূটনৈতিক উদ্যোগ প্রয়োজন। জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এজন্য মায়ানমারের উপর চাপ প্রয়োগ করতে হবে।

৪. **এগিয়ে আসতে হবে দাতাসংস্থাসমূহকেও:** বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদন ও উদ্যোগ এবং মায়ানমার সরকারের স্বীকৃতির পরেও বেশ কিছু সমস্যা রয়ে যাবে। মায়ানমার পাঠ্যক্রমে পাঠদানে সক্ষম পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এক্ষেত্রে প্রচুর প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা প্রয়োজন। জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক দাতাসংস্থাগুলোকে এই বিষয়ে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণে জোর অনুরোধ জানাই। কক্সবাজার শিবিরগুলোতে শিক্ষিত রোহিঙ্গা রয়েছে, তাদের শিক্ষক হিসেবে গড়ে তোলা যেতে পারে।

৫. **প্রয়োজন শিক্ষাবিদদের সম্পৃক্ততা:** নতুন ও কার্যক্রর একটি পাঠ্যক্রম তৈরি এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণে দেশি বিদেশি শিক্ষাবিদদের সম্পৃক্ততা প্রয়োজন। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

৬. **স্থানীয়দের শিক্ষার প্রতিও নজর দিতে:** রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিতে গিয়ে স্থানীয় শিক্ষার্থীরাও বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় পড়েছে। প্রশিক্ষিত শিক্ষক, মানসম্পত শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষার্থীদের জন্যও প্রয়োজনানুযায়ী সহযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে।

---

*বার্তা প্রেরণ: **রেজাউল করিম চৌধুরী**, নির্বাহী পরিচালক-কোস্ট এবং কো চেয়ার-সিসিএনএফ, মোবাইল ০১৭১১৫২৯৭৯২, **আবু মোর্শেদ চৌধুরী**, নির্বাহী পরিচালক- পাল্‌স, এবং কো-চেয়ার- সিসিএনএফ, মোবাইল ০১৮১১৬২৪৬১০, **বিমল চন্দ্র দে সরকার**, প্রধান নির্বাহী -মুক্তি কক্সবাজার এবং কো-চেয়ার-সিসিএনএফ. মোবাইল: ০১৭১৬০৫৬১৪৬*